গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।

নথি নং-৫(১৩)৩৩/বন্ড কমি:/বিসিসিএমইএ/২০০১/ তারিখ: ১০/০৫/২০০৯

বিষয় ঃ বিসিসিএএমইএ এর সাথে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

তারিখ	ঃ ২৬-০৪-২০০৯ইং
স্থান	ঃ সম্মিলন কক্ষ, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।
সময়	ঃ বিকেল ০৪-০০ ঘটিকা
সভাপতি	ঃ ড. মারুফুল ইসলাম কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।
উপস্থিতি	ঃ পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সম্প্রতি তিনি কমিশনার হিসেবে কাস্টমস বন্ড কমিশনার অফিসে যোগদান করেন। তাই তিনি তার কার্যকালীন সময়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এ পর্যায়ে বিসিসিএএমইএ-র সভাপতি জনাব সফিউল্লাহ চৌধুরী এসোসিয়েশনের পক্ষে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। অত:পর সভায় বাংলাদেশ করোগেটেড কার্টন এন্ড এক্সেসরিজ ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিসিসিএএমইএ) এর বিভিন্ন সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনার আলোকে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১। **আলোচ্য বিষয় ঃ বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান প্রসংগে।**

আলোচনাঃ বিসিসিএএমইএ এর প্রতিনিধিবৃন্দ জানান যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ২৯-০৬-২০০৯ইং তারিখে জারীকৃত আদেশে আমদানি প্রাপ্যতা প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন এবং পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক অসমতা বিরাজ করছিলো। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উক্ত জারীকৃত আদেশে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মেশিনের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬০% এর সমপরিমান প্রাপ্যতা প্রদানের বিধান ছিলো। কিন্তু পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উক্ত আদেশে এ ধরনের কোন বিধান ছিলো না। ফলে আমদানি প্রাপ্যতা প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন ও পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পর্যালোচনা করে ২৩-১১-২০০৮ইং তারিখে এক সংশোধনী আদেশ জারী করে। আলোচ্য সংশোধনীতে নতুন ও পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমদানি প্রাপ্যতা প্রদানের ক্ষেত্রে যে অসমতা ছিলো তা দূরীভূত হয়েছে। অর্থাৎ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা স্থাপিত মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতার ৬০% এর নিম্নে হলেও মজুদসহ বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতাকে বিবেচনায় নিয়ে ৬০% এর সমপরিমান কাঁচামাল বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা হিসেবে প্রদান করতে হবে। তদুপরি সংশিষ্ট মেয়াদে কোন পর্যায়ে আমদানি প্রাপ্যতা বৃদ্ধির আবশ্যকতা দেখা দিলে বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার অনধিক ৮০% পর্যন্ত প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা যাবে। কিন্তু জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উক্ত আদেশের আলোকে আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হচ্ছে না মর্মে বিসিসিএএমইএ এর প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় উলেখ করেন। বন্ড কমিশনারেটের প্রতিনিধি জানান যে, অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান ১০-১৫ বছরের পুরাতন মেশিন দিয়ে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ সকল পুরানো মেশিনারিজ দিয়ে কাঙ্খিত মাত্রায় উৎপাদন করা সম্ভব নয়। সে কারণে কিছু কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আমদানি প্রাপ্যতা ৬০% এক সংগে প্রদান করা হয় না। বিসিসিএএমইএ এর প্রতিনিধি রপ্তানি

কার্যক্রম দ্রুত গতিতে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত আদেশের আলোকে আমদানি প্রাপ্যতা প্রদানের অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুসারে আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হবে।

২. আলোচ্য বিষয়ঃ ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তি/ফেরতে প্রত্যয়ন পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

আলোচনা ঃ বিসিসিএএমইএ এর প্রতিনিধি জানান যে, পলিব্যাগ, হ্যাঙ্গার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের আমদানিকৃত প্লাস্টিক জাতীয় কাঁচামাল খালাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুল্কের ২৫% ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করতে হয়। আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদিত পন্য রপ্তানি সম্পন্ন হওয়ার পর ব্যাংক গ্যারান্টি ফেরত দেওয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু এ ব্যাংক গ্যারান্টি ফেরত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিলম্ব হয় মর্মে বিসিসিএএমইএ প্রতিনিধিবৃন্দ জানান। তাঁরা আরো উলেখ করেন যে, ইতোপূর্বে ব্যাংক গ্যারান্টি আবেদনের ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে মধ্যে ফেরত প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু উক্ত সময় সীমার মধ্যে ব্যাংক গ্যারান্টি ফেরত প্রদান করা হচ্ছেনা।

তাই বিসিসিএএমইএর প্রতিনিধিবৃন্দ উদ্ভুত অর্থনীতির মন্দার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এবং ব্যাংকের সুদের হার পরিহারের লক্ষ্যে উক্ত সময় সীমার মধ্যে ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তকরণের অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্তঃ দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি সঠিক পাওয়া সাপেক্ষে আবেদন দাখিলের ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তকরণের প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু করা হবে।

৩. বন্ড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন প্রসংগে।

আলোচনা :

(ক) বিসিসিএএমইএ-র প্রতিনিধিগণ সভাকে জানান যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বন্ড লাইসেন্স ইস্যুর প্রক্রিয়া সহজতর করেছে। জারীকৃত নতুন নীতিমালায় ১৪টি কাগজ পত্র বন্ড কমিশনার অফিসে দাখিল করা হলেই বন্ড লাইসেন্স ইস্যু হওয়ার কথা। এছাড়া বন্ড কমিশনারেট অফিস কর্তৃক জারীকৃত সিটিজেন চার্টারের আলোকে নতুন বন্ড লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে ১০-১৫দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির সময় সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত সময় সীমার মধ্যে নতুন বন্ড লাইসেন্স ইস্যু হচ্ছে না। তদুপরি বন্ডারগণ অনেক সময় অনাকাঙ্খিত ঝামেলার সম্মুখীন হন এবং এতে করে বন্ড লাইসেন্স ইস্যু বিলম্ব হয়। এ পর্যায়ে বন্ড কমিশনারেট জানান যে, লাইসেন্স ইস্যুর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি এক সাথে এবং যথাযথভাবে দাখিল না করার কারণে সিদ্ধান্ত প্রদানে বিলম্ব হয়।

(খ) অনুরূপভাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তক জারীকৃত নতুন নীতিমালায় বন্ড লাইসেন্স নবায়ন প্রক্রিয়াও সহজতর করা হয়েছে। নতুন এ আদেশ বলে বন্ডারগণ বন্ড লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণের এক মাস পূর্বে বন্ড কমিশনার অফিসে ট্রেজারী চালানের মূল কপিসহ আবেদন করা হলে বন্ড লাইসেন্সটি পনের দিনের মধ্যেই নবায়ন হওয়ার কথা। কিন্তু দেখা যাচেছ যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যত্যয় হচ্ছে। এ বিষয়ে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট কমিশনার উলেখ করেন যে, মেয়াদ উর্ত্তীণের এক মাস পূর্বে নবায়নের আবেদন দাখিলের সিদ্ধান্ত থাকলেও বন্ডারগণ অনেক সময় আবেদন পত্র দাখিল করেন না। এছাড়া বন্ড কমিশনার অফিসে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবলের অভাব রয়েছে। এ কারণেও বন্ড লাইসেন্স নবায়ন প্রক্রিয়া কিছুটা বিলম্বিত হতে পারে। তবে বন্ড লাইসেন্স নবায়ন বিষয়টি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করতে বন্ড কমিশনারেট সচেষ্ট। বিসিসিএএমইএ-র প্রতিনিধিগণ রপ্তানির স্বার্থে সিটিজেন চার্টারের আলোকে নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে বন্ড লাইসেন্স ইস্যুর এবং নবায়ন করার জন্য অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্তঃ

বন্ডারগণ কর্তৃক প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি দাখিল করা হলে এবং উক্ত কাগজ পত্রাদি পরীক্ষান্তে সঠিক পাওয়া গেলে নির্ধারিত সময় সীমা অর্থাৎ ১৫(পনের) কার্য দিবসের মধ্যে বন্ড লাইসেন্স ইস্যু এবং নবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

৪. আলোচ্য বিষয়ঃ রপ্তানিকারকগণের উপর জরিমানা আরোপ প্রসংগে।

আলোচনা ঃ

বিসিসিএএমইএ এর প্রতিনিধিগণ জানান যে, কিছু কিছু অনিয়মের কারণে বন্ডারগণকে জরিমানা আরোপ করা হচ্ছে। এ জরিমানা আরোপের ফলে বন্ডারগণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতি মন্দার কারণে বাংলাদেশে রপ্তানির উপরেও বিরূপ প্রভাব দেখা দিতে শুরু করেছে। সরকার এ অবস্থা হতে উত্তোরণের জন্য রপ্তানি খাতকে সুরক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের প্রণোদনা প্রদান করছে। তাই প্রতিনিধিবৃন্দ জানান যে, লঘু অপরাধে গুরুদন্ড প্রদান করা হলে রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়ে বন্ড কমিশনার জানান যে, অনিয়মের কারণে কাস্টমস এ্যাক্টের আলোকেই বন্ড কমিশনারেট অফিস জরিমানা আরোপ করে থাকে। তবে লঘু অপরাধে গুরুদন্ড প্রদানের নজির বন্ড কমিশনারেটে নেই।

সিদ্ধান্তঃ অনিয়মের বিষয়টি অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে নিষ্পত্তি করা হবে।

৫. আলোচ্য বিষয়ঃ রাজস্ব অডিট প্রসংগে।

আলোচনা ঃ

বিসিসিএএমইএ এর প্রতিনিধিগণ জানান যে, বন্ড লাইসেন্স নবায়নকালে বন্ড কমিশনার কর্তৃক নবায়ন নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর পুনরায় স্থানীয় রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরনের আপত্তি উত্থাপন করে। রপ্তানিকারকগণের নিকট রাজস্ব অডিটের নামে পুনরায় বন্ড কমিশনার অফিস আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত একই কাগজ পত্র চেয়ে নোটিশ জারী করেন। দেখা যাচ্ছে যে, একই বিষয়ে একই সময়ে দুই বার অডিট করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে রপ্তানিকারকগণ নানামুখি হয়রানির শিকার হচ্ছে। বন্ড কমিশনারেট কর্মকর্তাগণ জানান যে, স্থানীয় রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর তাদের নিয়ম মোতাবেক অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে।

সিদ্ধান্তঃ যেহেতু রাজস্ব অডিটের বিষয়টি বন্ড কমিশনারেট অফিসের আওতাবহির্ভূত সেহেতু স্থানীয় রাজস্ব অডিট চলাকালে বন্ডারগণ চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি অডিট দলকে প্রদান করে সহযোগিতা প্রদান করতে পারে যাতে অযৌক্তিক আপত্তি উত্থাপন পরিহার করা যায়।

০২। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
ড. মারুফুল ইসলাম
কমিশনার (চলতি দায়িত্ব)